Diary No. 3016/CR/2020 dt. 15/9/20

W.B. HUMAN RIGHTS COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 3 /25/ /2020

Date: 14. 09. 2020.

Enclosed is the news clippings appeared in the ' Ananda Bazar Patrika', a Bengali daily dated 06. 09.2020, the news item is captioned ' ভর্তি নেয়নি হাসপাতাল, অসুস্থের ভরসা অনাত্মীয়েরাই ।

Call for a report from the Principal Secretary, Helth & Family Welfare Department, Govt of West Bengal with special reference to the law requiring identity card including Aadhar Card. Further how has the judgment in the case of West Bengal Khet Mozdoor Vs. State of West Bengal been complied with and what assistence if any was ultimately rendered to the ailing person. Report must reach this office by 30.10.2020.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member
14/9/2020

Encl: News Item Dt. 06. 09.2020

Asstt. Secy.(L & R Wing) / S.O. is to take immediate action
15.09.2020

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and upload in the website.

SDB

ভর্তি নেয়নি হাসপাতাল, অসুস্থের ভরসা অনাত্মীয়েরাই

নীলোৎপল বিশ্বাস

পায়ে পচন ধরা এক বৃদ্ধ উল্টোডাঙার ফুটপাতে পড়ে থেকে মারা গিয়েছিলেন দিন কয়েক আগেই। করোনার ভয়ে কেউ তাঁকে সাহায্য করেননি বলে অভিযোগ। তবে পায়ে পচন নিয়ে বিবেকানন্দ রোডের চালতাবাগান মোড়ের কাছে ফুটপাতে পড়ে থাকা এক ব্যক্তির অবশ্য একই ভবিতব্য হয়নি। বরং তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন এলাকার কিছু বাসিন্দা। হাসপাতাল ভর্তি নিতে না চাইলেও নিজেদের সাধ্যমতো ওই অসুস্থের শুশ্রূষা করে চলেছেন তাঁরা।

চালতাবাগান মোড়ের কাছে ফুটপাতে পড়ে কাতরাতে দেখা গিয়েছিল স্বপন বসু নামে পেশায় ভ্যানরিকশা চালক ওই ব্যক্তিকে। প্রথমে কেউ তাঁকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেননি বলে অভিযোগ। আরও অভিযোগ, পরিচয়পত্র না থাকলে তাঁকে ভর্তি নেওয়া যাবে না বলেও জানিয়েছিল হাসপাতাল। তবে তাতে অবশ্য চিকিৎসা আটকায়নি স্বপনের। হাসপাতাল ভর্তি না নেওয়ায় স্থানীয় ওই বাসিন্দারাই নিজেদের মতো করে শুশ্রূষা করছেন তাঁর। দু'বেলা খাবারও পৌঁছে দিচ্ছেন তাঁর কাছে।

ওই সাহায্যকারী দলের এক জন অরূপ দাস জানালেন, বছর আটচল্লিশের স্বপন ব্যারাকপুরের বাসিন্দা। বাবা মারা যাওয়ার পরে স্বপন কলকাতায় আসেন এবং এলাকায় এক ব্যবসায়ীর কাছে কাজ নেন। পরে সেই ব্যবসা ভাগাভাগি হয়ে গেলে কাজ হারান স্বপন। তার পরে এলাকার লোহার দোকানে দোকানে ভ্যানরিকশা করে জিনিসপত্র পৌঁছে দিতেন তিনি। কিন্তু লকডাউনে সেই কাজও বন্ধ হয়ে যায়।

অরূপ বলেন, "লকডাউনের মধ্যেই ওঁর সঙ্গে পরিচয়। তখন পাড়ার আশপাশে দুঃস্থদের খাওয়ানোর পরিকল্পনা করেছিলাম আমরা। ওঁর ভ্যানে খাবার নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘোরার কথা হয়। ওঁকেও দু'বেলা খাবার দেওয়া এবং টাকা দেওয়া হবে বলে ঠিক হয়েছিল।" সে সময়ে ভ্যান ঠেলে ঠেলে নিয়ে যেতেন স্বপন। কারণ জিজ্ঞাসা করলে ডান পায়ে বাঁধা ব্যান্ডেজ দেখিয়ে বলতেন, "ব্যথা রয়েছে। জোর পাই না।" এর পরে জুলাইয়ের শেষের দিকে জানা যায়, ফুটপাতে পড়ে রয়েছেন ওই ভ্যানচালক।

অরূপের সঙ্গী পিকু চক্রবর্তী, রাহুল গুপ্ত, প্রবীর জয়সওয়ালেরা বলছেন, "গিয়ে দেখি, পা দিয়ে পুঁজ-রক্ত গড়াচ্ছে। আর পায়ের আশপাশে ফুটপাত জুড়ে পোকা। ব্যান্ডেজ খুলতেই পোকা বেরোতে শুরু করে।" এই দেখে তাঁরা স্থানীয় এক চিকিৎসককে ডাকলেও তিনি আসেননি বলে অভিযোগ। আর জি কর, কলকাতা মেডিক্যালের মতো সরকারি হাসপাতালে স্বপনকে পাঠানোর চেষ্টা করা হলেও তা ব্যর্থ হয় বলে অরূপদের দাবি। তাঁরা বলেন, "ফোন করা হলেও কেউই ভর্তি নিতে রাজি হননি। সকলেরই বক্তব্য, শয্যা ফাঁকা নেই। করোনা রিপোর্টও লাগবে বলে জানানো হয়। উপায় না দেখে আমরাই ফুটপাতে ওঁর শুশ্রূষা শুরু করি।"

শেষে গত সপ্তাহে সুকিয়া স্ট্রিটের দ্য ক্যালকাটা হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে যোগাযোগ করেন অরূপেরা। সেখান থেকেও বলা হয়, ভর্তি করাতে গেলে রোগীর করোনা রিপোর্ট আনতে হবে। সেই মতো স্বপনের করোনা পরীক্ষাও করানো হয়। ২২ অগস্ট রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। অভিযোগ, এর পরেও ওই হাসপাতালের তরফে জানানো হয়, রোগীর ভোটার বা আধার কার্ডের মতো পরিচয়পত্র লাগবে।

পথে পড়ে থাকা অসুস্থকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে পরিচয়পত্র লাগবে কেন? ওই মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ রজত চট্টোপাধ্যায় বলেন, "এমনিতে কোনও অসুবিধা নেই। কিন্তু অনেকেই এ রকম রোগীকে ভর্তি করিয়ে চলে যান। পরে আর খোঁজ নেন না। তাই পরিচিত কাউকে আনতে বলা হয়েছে।" তা হলে উপায়? রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা অজয় চক্রবর্তী বা স্বাস্থ্য-শিক্ষা অধিকর্তা দেবাশিস ভট্টাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও সাড়া মেলেনি। তবে স্বপনের সহায় অরূপ, পিকু, রাহুল, প্রবীরেরা বলছেন, "লকডাউনের সময়ে মানুষকে খাওয়াতে উনি ভ্যান নিয়ে কত ছুটেছেন তা আমরা দেখেছি। কেউ না নিলেও আমরা লড়াই চালিয়ে যাব।"

নিয়মের গেরোয় মেডিক্যালে রোগীর স্ট্রেচার বদল

নিজস্ব সংবাদদাতা

সুপার স্পেশ্যালিটি ব্লকের স্ট্রেচারে জরুরি বিভাগের রোগীর অধিকার নেই। তাই সঙ্কটজনক রোগীকে মাঝপথে স্ট্রেচার বদল করতে বাধ্য করলেন সরকারি কোভিড হাসপাতালের রক্ষীরা। শনিবার দুপুরে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এমন তিক্ত অভিজ্ঞতার পরে ওই রোগীর পরিজনদের প্রশ্ন, "চিকিৎসা না কি স্ট্রেচারের রং, কোনটা বেশি জরুরি!"

জানবাজারের বাসিন্দা, বছর বাষট্টির এক প্রৌঢ় চার দিন ধরে জ্বরে ভুগছেন। তাঁর জামাই জানান, এ দিন সকালে প্রৌঢ়ের দেহে অক্সিজেনের মাত্রা ৭০-এ নেমে যাওয়ায় তাঁরা তাঁকে নিয়ে মেডিক্যালের সুপার স্পেশ্যালিটি ব্লকে (এসএসবি) যান। সেখানে ফিভার ক্লিনিকের চিকিৎসকেরা প্রৌঢ়কে দেখে করোনা পরীক্ষা করাতে বলেন। কিন্তু আরটি-পিসিআরে দ্রুত রিপোর্ট পাওয়া সম্ভব নয়। তাই জরুরি বিভাগে র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন পরীক্ষা করানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। জামাই জানান, জরুরি বিভাগ পর্যন্ত হেঁটে যাওয়ার ক্ষমতা ওই প্রৌঢ়ের ছিল না। এসএসবি ব্লকে রাখা হুইলচেয়ার নিতে গেলে সেখানকার কর্মীরা বাধা দেন বলে অভিযোগ। স্ট্রেচার নিতে গেলেও আপত্তি জানানো হয়।

রোগীর জামাই বলেন, "হাসপাতালের কর্মীদের বক্তব্য ছিল, রোগী যে হেতু জরুরি বিভাগে যাবেন, তাই সেখানকার স্ট্রেচার বা হুইলচেয়ার আনতে হবে। এসএসবি ব্লকের স্ট্রেচার দেওয়া যাবে না।" এ কথা শুনে রোগীর ছেলে জরুরি বিভাগ থেকে স্ট্রেচার আনতে যান। কিন্তু সেখানে স্ট্রেচার না থাকায় তিনি ফিরে আসেন। এ দিকে, প্রৌঢ়ের শারীরিক অবস্থার অবনতি হচ্ছে দেখে এসএসবি ব্লকের কর্মীদের আপত্তিতে কান না দিয়ে একটি স্ট্রেচারে তাঁকে শুইয়ে জরুরি বিভাগের পথে রওনা হন পরিজনেরা। উপাধ্যক্ষের কার্যালয় পর্যন্ত চলেও এসেছিলেন তাঁরা। কিন্তু মাঝপথে এসএসবি-র রক্ষীরা ধেয়ে এসে স্ট্রেচার আটকে দেন বলে অভিযোগ।

রক্ষীদের এমন আচরণ দেখে অন্য রোগীর পরিজনেরা জড়ো হয়ে যান। বাবাকে স্ট্রেচারে শ্বাসকষ্টে ছটফট করতে দেখে আবার দৌড়ে জরুরি বিভাগে যান ছেলে। তিনি বলেন, "কী অবস্থায় বাবাকে ফেলে এসেছি, তা জানার পরে নাম লিখে স্ট্রেচার দেওয়া হয়।" স্ট্রেচারের কারণে প্রায় ৪০ মিনিট মাঝপথেই আটকে ছিলেন প্রৌঢ়। জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাঁর অবস্থা দেখে

■ **প্রস্তুতি:** শুরু হতে পারে ট্রেন চলাচল।

শিক্ষিক সমালো

নিজস্ব সংবাদদাতা

সোশ্যাল মিডিয়ায় জাত তুলে এক শিক্ষিকাকে অপমান এবং পরে সংগঠিত নেট-নিগ্রহের অভিযোগে ক্ষুব্ধ সারস্বত জগৎ। নেট-নিগ্রহের 'শিকার' যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের শিক্ষিকা মেরুনা মুর্মু শনিবার বলেন, "ছাত্রীটির আচরণ ছেলেমানুষি কাণ্ড বলে ভাবতে পারছি না। অনেকেই আমার পাশে রয়েছেন। আবার সংগঠিত ভাবে নেটে আক্রমণের মুখেও পড়তে হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে কী পদক্ষেপ করা যায়, দরকারে তা ভাবব।"

অভিযুক্ত ছাত্রী বেথুন কলেজের বাংলা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়া। ওই কলেজের স্টুডেন্টস কমিটি এবং বাংলা বিভাগের প্রধান সুমিতা মুখোপাধ্যায় অবশ্য তাঁর আচরণের নিন্দা করেছেন। তবে এখনও পর্যন্ত কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে ছাত্রীটির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করার ব্যাপারে কোনও আশ্বাস মেলেনি।

মেরুনার অভিযোগ, দিন তিনেক আগে নেটে তাঁকে 'হেনস্থা' করেন বেথুন কলেজের বাংলা বিভাগের ওই ছাত্রী। মেরুনার সাঁওতাল, আদিবাসী পরিচয় নিয়ে কটাক্ষ করে ফেসবুকে বলা হয়, তিনি অযোগ্য হয়েও চাকরি করছেন। তাঁর এক পরিচিতের পোস্টে মেরুনা মন্তব্য করেছিলেন, এখনকার পরিস্থিতিতে চূড়ান্ত সিমেস্টারের পরীক্ষা নেওয়া উচিত নয়। তার জেরেই ওই ছাত্রী তাঁকে লাগাতার অপমানসূচক কথা বলতে থাকেন বলে অভিযোগ। এর পরে খোদ বেথুন কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান তাঁদের ছাত্রীর আচরণের নিন্দা করে ফেসবুকে লেখেন।

অনাত্মীয়েরাই

নীলোৎপল বিশ্বাস

পায়ে পচন ধরা এক বৃদ্ধ উল্টোডাঙার ফুটপাতে পড়ে থেকে মারা গিয়েছিলেন দিন কয়েক আগেই। করোনার ভয়ে কেউ তাঁকে সাহায্য করেননি বলে অভিযোগ। তবে পায়ে পচন নিয়ে বিবেকানন্দ রোডের চালতাবাগান মোড়ের কাছে ফুটপাতে পড়ে থাকা এক ব্যক্তির অবশ্য একই ভবিতব্য হয়নি। বরং তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন এলাকার কিছু বাসিন্দা। হাসপাতাল ভর্তি নিতে না চাইলেও নিজেদের সাধ্যমতো ওই অসুস্থের শুশ্রূষা করে চলেছেন তাঁরা।

চালতাবাগান মোড়ের কাছে ফুটপাতে পড়ে কাতরাতে দেখা গিয়েছিল স্বপন বসু নামে পেশায় ভ্যানরিকশা চালক ওই ব্যক্তিকে। প্রথমে কেউ তাঁকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেননি বলে অভিযোগ। আরও অভিযোগ, পরিচয়পত্র না থাকলে তাঁকে ভর্তি নেওয়া যাবে না বলেও জানিয়েছিল হাসপাতাল। তবে তাতে অবশ্য চিকিৎসা আটকায়নি স্বপনের। হাসপাতাল ভর্তি না নেওয়ায় স্থানীয় ওই বাসিন্দারাই নিজেদের মতো করে শুশ্রূষা করছেন তাঁর। দু'বেলা খাবারও পৌঁছে দিচ্ছেন তাঁর কাছে।

ওই সাহায্যকারী দলের এক জন অরূপ দাস জানালেন, বছর আটচল্লিশের স্বপন ব্যারাকপুরের বাসিন্দা। বাবা মারা যাওয়ার পরে স্বপন কলকাতায় আসেন এবং এলাকায় এক ব্যবসায়ীর কাছে কাজ নেন। পরে সেই ব্যবসা ভাগাভাগি হয়ে গেলে কাজ হারান স্বপন। তার পরে এলাকার লোহার দোকানে দোকানে ভ্যানরিকশা করে জিনিসপত্র পৌঁছে দিতেন তিনি। কিন্তু লকডাউনে সেই কাজও বন্ধ হয়ে যায়।

অরূপ বলেন, "লকডাউনের মধ্যেই ওঁর সঙ্গে পরিচয়। তখন পাড়ার আশপাশে দুঃস্থদের খাওয়ানোর পরিকল্পনা করেছিলাম আমরা। ওঁর ভ্যানে খাবার নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘোরার কথা হয়। ওঁকেও দু'বেলা খাবার দেওয়া এবং টাকা দেওয়া হবে বলে ঠিক হয়েছিল।" সে সময়ে ভ্যান ঠেলে ঠেলে নিয়ে যেতেন স্বপন। কারণ জিজ্ঞাসা করলে ডান পায়ে বাঁধা ব্যান্ডেজ দেখিয়ে বলতেন, "ব্যথা রয়েছে। জোর পাই না।" এর পরে জুলাইয়ের শেষের দিকে জানা যায়, ফুটপাতে পড়ে রয়েছেন ওই ভ্যানচালক।

অরূপের সঙ্গী পিকু চক্রবর্তী, রাহুল গুপ্ত, প্রবীর জয়সওয়ালেরা বলছেন, "গিয়ে দেখি, পা দিয়ে পুঁজ-রক্ত গড়াচ্ছে। আর পায়ের আশপাশে ফুটপাত জুড়ে পোকা। ব্যান্ডেজ খুলতেই পোকা বেরোতে শুরু করে।" এই দেখে তাঁরা স্থানীয় এক চিকিৎসককে ডাকলেও তিনি আসেননি বলে অভিযোগ। আর জি কর, কলকাতা মেডিক্যালের মতো সরকারি হাসপাতালে স্বপনকে পাঠানোর চেষ্টা করা হলেও তা ব্যর্থ হয় বলে অরূপদের দাবি। তাঁরা বলেন, "ফোন করা হলেও কেউই ভর্তি নিতে রাজি হননি। সকলেরই বক্তব্য, শয্যা ফাঁকা নেই। করোনা রিপোর্টও লাগবে বলে জানানো হয়। উপায় না দেখে আমরাই ফুটপাতে ওঁর শুশ্রূষা শুরু করি।"

শেষে গত সপ্তাহে সুকিয়া স্ট্রিটের দ্য ক্যালকাটা হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে যোগাযোগ করেন অরূপেরা। সেখান থেকেও বলা হয়, ভর্তি করাতে গেলে রোগীর করোনা রিপোর্ট আনতে হবে। সেই মতো স্বপনের করোনা পরীক্ষাও করানো হয়। ২২ অগস্ট রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। অভিযোগ, এর পরেও ওই হাসপাতালের তরফে জানানো হয়, রোগীর ভোটার বা আধার কার্ডের মতো পরিচয়পত্র লাগবে।

পথে পড়ে থাকা অসুস্থকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে পরিচয়পত্র লাগবে কেন? ওই মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ রজত চট্টোপাধ্যায় বলেন, "এমনিতে কোনও অসুবিধা নেই। কিন্তু অনেকেই এ রকম রোগীকে ভর্তি করিয়ে চলে যান। পরে আর খোঁজ নেন না। তাই পরিচিত কাউকে আনতে বলা হয়েছে।" তা হলে উপায়? রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা অজয় চক্রবর্তী বা স্বাস্থ্য-শিক্ষা অধিকর্তা দেবাশিস ভট্টাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও সাড়া মেলেনি। তবে স্বপনের সহায় অরূপ, পিকু, রাহুল, প্রবীরেরা বলছেন, "লকডাউনের সময়ে মানুষকে খাওয়াতে উনি ভ্যান নিয়ে কত ছুটেছেন তা আমরা দেখেছি। কেউ না নিলেও আমরা লড়াই চালিয়ে যাব।"

■ **সহায়:** স্বপন বসুর শুশ্রূষা করছেন চালতাবাগান মোড় এলাকার বাসিন্দারা। শনিবার। *ছবি: রণজিৎ নন্দী*

ট্রেচার বদল

নিজস্ব সংবাদদাতা

সুপার স্পেশ্যালিটি ব্লকের স্ট্রেচারে জরুরি বিভাগের রোগীর অধিকার নেই। তাই সঙ্কটজনক রোগীকে মাঝপথে স্ট্রেচার বদল করতে বাধ্য করলেন সরকারি কোভিড হাসপাতালের রক্ষীরা। শনিবার দুপুরে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এমন তিক্ত অভিজ্ঞতার পরে ওই রোগীর পরিজনদের প্রশ্ন, "চিকিৎসা না কি স্ট্রেচারের রং, কোনটা বেশি জরুরি!"

জানবাজারের বাসিন্দা, বছর বাষট্টির এক প্রৌঢ় চার দিন ধরে জ্বরে ভুগছেন। তাঁর জামাই জানান, এ দিন সকালে প্রৌঢ়ের দেহে অক্সিজেনের মাত্রা ৭০-এ নেমে যাওয়ায় তাঁরা তাঁকে নিয়ে মেডিক্যালের সুপার স্পেশ্যালিটি ব্লকে (এসএসবি) যান। সেখানে ফিভার ক্লিনিকের চিকিৎসকেরা প্রৌঢ়কে দেখে করোনা পরীক্ষা করাতে বলেন। কিন্তু আরটি-পিসিআরে দ্রুত রিপোর্ট পাওয়া সম্ভব নয়। তাই জরুরি বিভাগে র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন পরীক্ষা করানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। জামাই জানান, জরুরি বিভাগ পর্যন্ত হেঁটে যাওয়ার ক্ষমতা ওই প্রৌঢ়ের ছিল না। এসএসবি ব্লকে রাখা হুইলচেয়ার নিতে গেলে সেখানকার কর্মীরা বাধা দেন বলে অভিযোগ। স্ট্রেচার নিতে গেলেও আপত্তি জানানো হয়।

রোগীর জামাই বলেন, "হাসপাতালের কর্মীদের বক্তব্য ছিল, রোগী যে হেতু জরুরি বিভাগে যাবেন, তাই সেখানকার স্ট্রেচার বা হুইলচেয়ার আনতে হবে। এসএসবি ব্লকের স্ট্রেচার দেওয়া যাবে না।" এ কথা শুনে রোগীর ছেলে জরুরি বিভাগ থেকে স্ট্রেচার আনতে যান। কিন্তু সেখানে স্ট্রেচার না থাকায় তিনি ফিরে আসেন। এ দিকে, প্রৌঢ়ের শারীরিক অবস্থার অবনতি হচ্ছে দেখে এসএসবি ব্লকের কর্মীদের আপত্তিতে কান না দিয়ে একটি স্ট্রেচারে তাঁকে শুইয়ে জরুরি বিভাগের পথে রওনা হন পরিজনেরা। উপাধ্যক্ষের কার্যালয় পর্যন্ত চলেও এসেছিলেন তাঁরা। কিন্তু মাঝপথে এসএসবি-র রক্ষীরা ধেয়ে এসে স্ট্রেচার আটকে দেন বলে অভিযোগ।

রক্ষীদের এমন আচরণ দেখে অন্য রোগীর পরিজনেরা জড়ো হয়ে যান। বাবাকে স্ট্রেচারে শ্বাসকষ্টে ছটফট করতে দেখে আবার দৌড়ে জরুরি বিভাগে যান ছেলে। তিনি বলেন, "কী অবস্থায় বাবাকে ফেলে এসেছি, তা জানার পরে নাম লিখে স্ট্রেচার দেওয়া হয়।" স্ট্রেচারের কারণে প্রায় ৪০ মিনিট মাঝপথেই আটকে ছিলেন প্রৌঢ়। জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাঁর অবস্থা দেখে গ্রিন বিল্ডিংয়ে ভর্তির ব্যবস্থা করেন।

এ দিনের ঘটনা প্রসঙ্গে উপাধ্যক্ষ তথা সুপার ইন্দ্রনীল বিশ্বাস বলেন, "অত্যন্ত অন্যায় কাজ হয়েছে। নিয়ম রোগীদের স্বার্থে তৈরি হয়েছে। সঙ্কটজনক রোগীর স্ট্রেচার আটকানো ঠিক হয়নি। এ ক্ষেত্রে যা ব্যবস্থা নেওয়ার, তা নেব। রোগীর পরিজনদের অনুরোধ, এ ধরনের সমস্যা হলে তৎক্ষণাৎ সুপারের অফিসে যোগাযোগ করবেন।"

■ **প্রস্তুতি:** শুরু হতে পারে ট্রেন চলাচল।

শিক্ষিক
সমালো

নিজস্ব সংবাদদাতা

সোশ্যাল মিডিয়ায় জাত তুলে এক শিক্ষিকাকে অপমান এবং পরে সংগঠিত নেট-নিগ্রহের অভিযোগে ক্ষুব্ধ সারস্বত জগৎ। নেট-নিগ্রহের 'শিকার' যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের শিক্ষিকা মেরুনা মুর্মু শনিবার বলেন, "ছাত্রীটির আচরণ ছেলেমানুষি কাণ্ড বলে ভাবতে পারছি না। অনেকেই আমার পাশে রয়েছেন। আবার সংগঠিত ভাবে নেটে আক্রমণের মুখেও পড়তে হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে কী পদক্ষেপ করা যায়, দরকারে তা ভাবব।"

অভিযুক্ত ছাত্রী বেথুন কলেজের বাংলা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়া। ওই কলেজের স্টুডেন্টস কমিটি এবং বাংলা বিভাগের প্রধান সুমিতা মুখোপাধ্যায় অবশ্য তাঁর আচরণের নিন্দা করেছেন। তবে এখনও পর্যন্ত কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে ছাত্রীটির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করার ব্যাপারে কোনও আশ্বাস মেলেনি।

মেরুনার অভিযোগ, দিন তিনেক আগে নেটে তাঁকে 'হেনস্থা' করেন বেথুন কলেজের বাংলা বিভাগের ওই ছাত্রী। মেরুনার সাঁওতাল, আদিবাসী পরিচয় নিয়ে কটাক্ষ করে ফেসবুকে বলা হয়, তিনি অযোগ্য হয়েও চাকরি করছেন। তাঁর এক পরিচিতের পোস্টে মেরুনা মন্তব্য করেছিলেন, এখনকার পরিস্থিতিতে চূড়ান্ত সিমেস্টারের পরীক্ষা নেওয়া উচিত নয়। তার জেরেই ওই ছাত্রী তাঁকে লাগাতার অপমানসূচক কথা বলতে থাকেন বলে অভিযোগ। এর পরে খোদ বেথুন কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান তাঁদের ছাত্রীর আচরণের নিন্দা করে ফেসবুকে লেখেন। সেখানেও ওই ছাত্রী এবং আরও বেশ কয়েক জন অপমানজনক মন্তব্য করতে থাকেন। বাধ্য হয়ে বিভাগীয় প্রধান তাঁর পোস্টটি মুছে দেন।

ঘটনাটির নিন্দায় সরব বেথুনের ছাত্রী কমিটির সম্পাদক সুবর্ণা মুস্তারি বলেন, "কয়েক মিনিটের মধ্যে কলেজের শিক্ষিকার পোস্টে হাজারো মন্তব্য পড়তে থাকে, যা সংগঠিত নেট-নিগ্রহ বাহিনী ছাড়া সম্ভব নয়।"

বেথুনের ছাত্রীদের তরফে সুবর্ণা

পুজোয় ভিড় এড়াতে প্রচার